তারিখ ... 12 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

এসিডদগ্ধ সেই মনি এবার এসএসসি দিচ্ছে

■ ওয়াদুদ আলী, রংপুর প্রতিনিধি

বখাটেদের ছোড়া এসিডে দুই চোখ হারিয়েও প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলেই চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে রংপুরের সেই মাসুদা আক্তার মনি। নগরীর দক্ষিণ বাবুখাঁ এলাকার মৃত মাহবুবুল হোসেনের কন্যা ও সমাজকল্যাণ বিদ্যাবীথি স্কুল অ্যান্ড কলেজের মানবিক বিভাগের ছাত্রী মনি ইতোমধ্যে সফলতার সাথে ৫টি পরীক্ষা দিয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে এসিডে চোখ হারিয়ে সে বড় ভাই মাজেদুর রহমান সোহেলের মোবাইল ফোনে রেকর্ড করা প্রশ্নের উত্তর শুনে শুনে মুখস্থ করে পড়ালেখা চালিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রংপুর লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, মনি জেএসসিতে অধ্যয়নরত তার ফুফাতো ভাই পঞ্চগড়ের ভাউলাগঞ্জ বালাপাড়া এলাকার রাব্বী আলমের সহায়তায় এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষা কেমন হচ্ছে জানতে চাইলে মনি বলে, 'পরীক্ষা ভালো হচ্ছে। বাকি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও বেশ রয়েছে। বখাটেদের ছোড়া এসিডে আমার দুই চোখ পুড়ে গেছে। কিন্তু আমার মনোবল এখনও পোড়েনি।' ভালো ফলাফল প্রত্যাশী মনির ইচ্ছা— এসএসসির পর ঢাকায় গিয়ে পড়াশোনা করার। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা তার স্বপ্নকে কতদূর নিয়ে যেতে পারবে— তা নিয়েও চিন্তিত সে।

এসিডদগ্ধ মনির মা সুলেকা পারভীনের সাথে কথা বলে জানা যায়, তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট মনি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিতা মারা যান। মা হয়ে ওঠেন তার একমাত্র ভরসা। সংসারে অভাব-অনটন থাকলেও একমাত্র মেয়েকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে মা'র ইচ্ছার কোনো কমতি ছিল না। তাই পড়ালেখার পাশাপাশি মেয়েকে ভর্তি করান নাচ ও আর্টের স্কুলে। খেলাধুলাতেও বেশ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল মনি। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু হঠাৎ মনিকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে প্রায়ই উত্যক্ত করত প্রতিবেশী বখাটে আরিফুল ইসলাম (২২), তার বন্ধু আলাল (২২) ও দুলাল (২৪)। কিন্তু মনি সব সময়ই তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এক পর্যায়ে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় ২০১২ সালের ১৩ আগস্ট রাতে বখাটেদের ছোড়া এসিডে মনির সমস্ত মুখ ঝলসে যায়। এরপর রংপুর ও ঢাকায় চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে উঠলেও দুই চোখ হারিয়ে অন্ধ হয়ে যায় মনি। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবারও পড়াশোনা শুরু করে অদম্য এই মেধাবী শিক্ষার্থী।

এদিকে ঘটনার পরদিন মনির বড় ভাই মাজেদুর রহমান সোহেল বাদী হয়ে আরিফুল, আলাল, দুলাল ও আরিফিনকে (২৬) আসামি করে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেন। প্রায় আড়াই বছর মামলাটি আদালতে বিচারাধীন থাকার পর ২০১৫ সালের ২২ এপ্রিল ঘটনার মূল হোতা আরিফুল ইসলামের ফাঁসি ও তার সহযোগী আলাল এবং দুলালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় প্রদান করেন বিচারক।